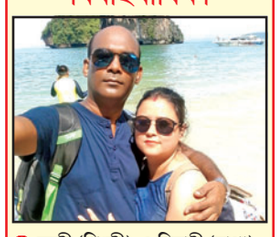

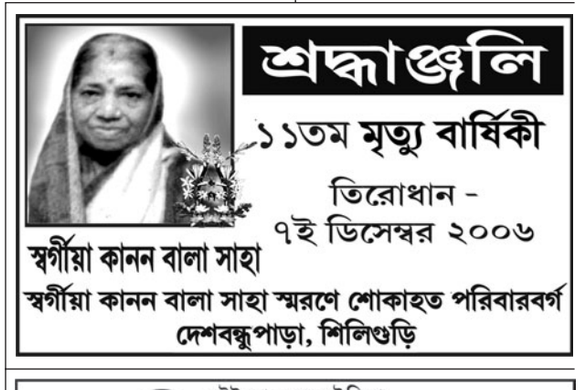

শুভেচ্ছা

☺ "Saurav ও Sanhita" (বিবেকানন্দপল্লি), "Debabrata ও Joysmita" (রবীন্দ্রনগর) ঃ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাই। **Taj Caterer**, শান্তিমোড়, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

☺ **মেধাংশ ভৌমিক (মিশুক)** ঃ হেসে খেলে ৫টি বছর করলে তুমি পার, এই দিনটি তোমার জীবনে আসুক শতবার। আশীর্বাদান্তে– **বাবু, নান, মহারাজ, দিম্মা, বম্মাম, বাবা (মধু), মা (সুকৃতি), তাতা, তাতিয়া, দাদামামা, সোনাদাদা, ছোটো মামা** ও **অন্যান্যরা**। লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

☺ হেসে খেলে একটি বছর করলে তুমি পার, আজকের দিনটি তোমার জীবনে আসুক বারবার। সুখ–সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক তোমার জীবন, সুখে থাকো আমাদের **সমৃদ্ধি**। **–দাদাই, ঠাম্মি, পিপি, বপ্পি, পিসাই, দাভাই**।

বিবাহবার্ষিকী

☺ **লক্ষ্মী (পিংকী)** ও **হিমাদ্রী (বাপ্পা)** ঃ আজ তোমাদের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে আমাদের আশীর্বাদ রইল। **কর পরিবার** (জলপাইগুড়ি), **পাল পরিবার** (বক্সিরহাট)।

গুজরাটের বিরুদ্ধে 'বদলার' ডাক মনোজের

নেই সুদীপ, ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে দোটানায় বাংলা

জয়পুর, ৬ ডিসেম্বর ঃ সময় বড়ো নিষ্ঠুর। খুব দ্রুত বদলে ফেলে তার রং। বদলে যায় মানুষের ভাবনাও।

ঠিক একবছর আগে এই সময় রাজধানীতে গুজরাটের বিরুদ্ধে বাংলার মহা গুরুত্বপূর্ণ রনজি ম্যাচ বাতিল হয়েছিল স্মগের কারণে। শেষপর্যন্ত রনজি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গুজরাট। নকআউটেও পৌঁছোতে পারেনি বাংলা। বাতিল হওয়া এই ম্যাচ নিয়ে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরে এক বছর ধরেই তীব্র ক্ষোভ রয়েছে।

গোলাপি শহর জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে কাল এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। বাংলা বনাম গুজরাট রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হচ্ছে কাল থেকে। এই ম্যাচের আগে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দুই শিবির। একদিকে জ্বরে কাবু সুদীপকে ছাড়াই কাল কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামার আগে বাংলা দলের অন্দরে 'বদলার' আগুন। অন্যদিকে, খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জের সামনে পার্থিব প্যাটেলের গুজরাট। আজ সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে দুই দলই সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে। গতকালের মতো আজও জয়পুরের আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। সামান্য বৃষ্টিও হয়েছে। কাল থেকে মেঘ কেটে যাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোলাপি শহরে।

বাংলা দলের অন্দরে অবশ্য শৈত্যপ্রবাহের কোনো ব্যাপার নেই। বরং অসুস্থ সুদীপকে পাওয়া যাবে না, স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে দোটানায় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। কথা দিয়েও আজ সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত কারণে দিল্লি থেকে জয়পুর পৌঁছোতে পারেননি সিএবি সভাপতি সৌরভ। কাল সকালে তিনি জয়পুর পৌঁছোনোর পর প্রথম একাদশ নির্বাচন চূড়ান্ত হবে। সুদীপের অনুপস্থিতিতে তিন নম্বরে কে ব্যাট করবেন, রাত পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান সৌরভ সিংয়ের কাল রনজি অভিষেক হওয়ার কথা। তবে তিন নম্বরে তিনি নাকি অনুষ্টুপ বা শ্রীবৎসের কাউকে খেলানো হবে, সিদ্ধান্ত হয়নি। রাতের দিকে জয়পুর থেকে বাংলার কোচ সাইরাজ বাহুতুলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'প্রথম একাদশ নিয়ে সিদ্ধান্ত কাল ম্যাচের আগে হবে। অনেকগুলো সম্ভাবনার কথা ভাবছি আমরা। এটুকু বলতে পারি, রনজি কোয়ার্টার ফাইনালের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য আমরা তৈরি।'

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজে সামান্য ঘাস রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে উইকেটের ক্যারি ও বাউন্স। মনে করা হচ্ছে, পেসাররা এই উইকেটে সফল হবেন। সূত্রের খবর, দিন্দা–ঈশান–বি অমিতকে নিয়ে পেস আক্রমণ সাজানোর কথা ভাবছে বাংলা। একমাত্র স্পিনার হিসেবে মূল লড়াই প্রদীপ্ত ও আমির গনির মধ্যে। ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বর জায়গা বাদ দিলে বাকিটা নিয়ে সমস্যা নেই। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি বলছেন, 'কঠিন পরিশ্রম করে লিগ পর্যায়ের গণ্ডি পার হয়েছি আমরা। এখন লক্ষ্য একটাই, এই ছন্দ ধরে রাখা। আরও সাফল্যের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।' গতবারের রনজিতে বাতিল গুজরাট ম্যাচের পরই সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল বাংলা। এবার গুজরাটের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল কি বদলার ম্যাচ? জবাবে বাংলা অধিনায়ক মনোজ সরাসরি কিছু জানাচ্ছেন না। বলছেন, 'নকআউট পর্বে সব ম্যাচই জিততে হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই বদলার ব্যাপারটা সংবাদমাধ্যম ভাবলেও আমি এ নিয়ে কিছু বলব না।' বাংলা দলের একটি সূত্রের খবর, সন্ধ্যার টিম মিটিংয়ে গতবারের বাতিল হওয়া গুজরাট ম্যাচ প্রসঙ্গ টেনে এনে সতীর্থদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছেন অধিনায়ক মনোজ। তাঁর এই ভাবনা দলের বাকিদের কতটা উদ্বুদ্ধ করল, সময় বলবে। তবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট এবারও দারুণ ছন্দে। তাছাড়া দলে পার্থিব প্যাটেলের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছেন।

ফলে মনোজ যতই সতীর্থদের বদলার ডাক দিন না কেন, প্রতিপক্ষ হিসেবে গুজরাট যথেষ্ট ভালো। সবমিলিয়ে ঐতিহাসিক সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে কাল নয়া ইতিহাসের লক্ষ্যে নামবে মনোজের বাংলা।

ভুবনেশ্বরের বিয়ের রিসেপশনে মহম্মদ সামির গ্রুফিতে বর–বধূর সঙ্গে ফ্রেমবন্দি ইশান্ত, কুলদীপরা।

অনুশীলনে ডিকা, ফিল গুড পরিবেশ বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ মাঠের ধারে তখন ফিটনেস ট্রেনিং করছিলেন মোহনবাগান অধিনায়ক সনি নরডি। তার পাশেই দাঁড়িয়ে গোলকিপার শিলটন পাল। পাশে দাঁড়ানো ক্রোমার সঙ্গে কথা বলার সঙ্গেই চলল সনির সঙ্গে খুনশুঁটি। ফুটবলারদের অনুশীলন দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন সৃঞ্জয় বসু। সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কম্পটন দত্তর সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে হাসির ঢেউ উঠল সেই আড্ডায়। অনুশীলনের ফাঁকে কখনও নিখিল কদমকে দৌড় করাচ্ছেন নরহরি শ্রেষ্ঠা, কখনও রেনিয়ারের সঙ্গে মজা করছেন কিংশুক। একনজরে এটাই বুধবার সকালের মোহনবাগান অনুশীলনের কোলাজ। ফুটবলারদের মধ্যে এই বন্ধুত্বের পরিবেশের প্রশংসা শোনা গেল প্রাক্তন ফুটবলার শ্যাম থাপার কাছ থেকে। ডার্বি দেখেছেন। চেনা লাল হলুদকে দেখতে না পাওয়ার আপশোশ ঝরে পড়ল শ্যাম থাপার গলায়। জানালেন, 'মোহনবাগানের ফুটবলারদের মধ্যে এই বন্ডিংটাই ওদের ভালো খেলার ইউএসপি।'

ডার্বির আগের গুমোট পরিবেশটা কেটে গিয়ে শীতসকালের টাটকা বাতাস যেন বাগান তাঁবুজুড়ে। হাসিঠাট্টার রেশ থাকলেও 'সিরিয়াস' একজন। তিনি মোহনবাগান কোচ সঞ্জয় সেন। অতীতে বারবার দেখা গিয়েছে ডার্বির পরের ম্যাচে হোঁচট খেয়েছে কলকাতার বড়ো দল। লাল হলুদের বিরুদ্ধে জয়ের আনন্দ যাতে আত্মতুষ্টিতে বদলে না যায় সেদিকে সমান নজর পালতোলা নৌকার সারথির। চার্চিল ম্যাচের ফোকাস ধরে রাখতে বারবার দলের ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেল কোচ সঞ্জয়কে। মাঠে নামলেও এদিন বল পায়ে অনুশীলন করতে দেখা গেল না সনি, ক্রোমা এমনকি বড়ো ম্যাচে দুরন্ত ফুটবল খেলা ইউতা কিনোয়াকিকে। তবে বাকি ফুটবলারদের সঙ্গে শুরুরদিকে সমানতালে অনুশীলন করলেন বাগানের ক্যামেরুনজাত স্ট্রাইকার ডিপান্ডা ডিকা। আমনাদের বিরুদ্ধে চোট পেয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। রবিবার চার্চিল ম্যাচে খেলার ব্যাপারে আশাবাদী শোনাল তাঁকে। ডিকা জানালেন, 'আমার মনে হয় আমি চার্চিল ম্যাচের আগে পুরো ফিট হয়ে যাব। দেখা যাক কী হয়।' শুধু খেলতে নামাই নয়, গতবারের সর্বোচ্চ গোলদাতা চার্চিল ম্যাচ থেকেই গোলের রাস্তা খুঁজে পেতে মরিয়া। এদিকে, সনি, ডিকা, ইউতা, ক্রোমাকে বাইরে রেখেই দলের বাকি ফুটবলারদের মধ্যে ম্যাচ খেলান বাগান কোচ। সনিদের ফুট–টেনিসও খেলতে দেখা গেল। সবমিলিয়ে এই ফিলগুড পরিবেশই হয়তো সবথেকে বড়ো অস্ত্র হতে চলেছে সবুজ মেরুন শিবিরের।

ধারে–ভারে মোহনবাগানের থেকে পিছিয়ে থাকলেও চার্চিলকে নিয়ে সতর্ক গোটা সবুজ মেরুন শিবিরই। চার্চিলকে নিয়ে ইতিমধ্যেই অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গিয়েছে সবুজ মেরুন থিংক ট্যাঙ্কের। রবিবার ম্যাচ বারাসতে। কৃত্রিম ঘাসের মাঠে নিজেদের মানিয়ে নিতে তাই বৃহস্পতিবার থেকেই বারাসতের বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে অনুশীলন রেখেছেন সঞ্জয় সেন।

এটিকে–র প্রশংসায় চেন্নাই কোচ

চাপে আছেন, স্বীকার করলেন শেরিংহ্যাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ চোট–আঘাতে জর্জরিত এটিকে–র সামনে এবার চেন্নাইয়ান এফসি। রবি কিন, কার্ল বেকার, জয়েশ রানের পর এবার সবথেকে বড়ো ধাক্কা ইউজিনসেন লিংডোর চোট। তিনি আগামী ছয়মাসের জন্য মাঠের বাইরে চলে গিয়েছেন। এই অবস্থায় লিগ তালিকার একেবারে নীচে থাকা এটিকে–র পক্ষে জেজেদের বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে কতটা ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব তা নিয়ে সন্দেহ থাকছেই। বিশেষত দলের স্ট্রাইকাররা যখন গোলের মধ্যে নেই। এই ম্যাচেও নেই আইরিশ তারকা রবি কিন।

এত সমস্যার মধ্যেও অবশ্য টেডি শেরিংহ্যাম আশা ছাড়ছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের পক্ষে হয়তো পরিস্থিতি একেবারেই সঠিক নয়। কিন্তু আমার ছেলেরা পরিশ্রম করছে। আশা করছি দ্রুত সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কারণ সবাই বুঝতে পারছে পরিস্থিতির বদল দরকার।' দু–বারের চ্যাম্পিয়নরা এবার এখনও পর্যন্ত মাত্র একটাই গোল করতে পেরেছে, তাও সেটা সেট পিস থেকে। এই বিষয়ে এটিকে কোচের মন্তব্য, 'দলের সকলেই চাপে আছে, আমিও। কে আর একেবারে শেষে থাকতে চায় বলুন? আমরা মাত্র একটাই গোল করতে পেরেছি এখনও পর্যন্ত। যার অর্থ সুযোগগুলো গোলে পরিণত করার ক্ষেত্রে কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে। তবে যেসব ভুলত্রুটি হয়েছে তা ফুটবলাররাও বুঝতে পারছে। এমন নয় যে গোল করার লোক নেই। আশা করছি সমস্যা আর বেশিদিন থাকবে না।' অ্যাওয়ে ম্যাচ যে সবসময়ই কঠিন তাও মানছেন শেরিংহ্যাম। তিনি বলেন, 'অ্যাওয়ে ম্যাচ সবসময়ই খুব কঠিন হয়। তবে প্রতিটি অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে আপনি যদি এক পয়েন্ট পান তাহলে তা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু তখন আপনাকে ঘরের মাঠে ভালো করতে হবে।'

বৃহস্পতিবার শেরিংহ্যাম যার বিরুদ্ধে দল নিয়ে নামবেন একটা সময়ে ফুটবলার হিসেবে তার বিপক্ষে খেলেছেন ইপিএলে। চেন্নাইয়ান এফসি কোচ গ্রেগরি জন অ্যাস্টন ভিলার কোচ থাকার সময়ে শেরিহ্যামকে ম্যান ইউ ফুটবলার হিসেবে দেখেছেন। এদিন মজা করে বলেন, 'আমি যখন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দল নিয়ে যেতাম তখন টেডিকে বহুবার পেয়েছি প্রতিপক্ষ ফুটবলার হিসেবে। তখন আমরা অবশ্য নিয়ম করে হারতাম। টেডি কিন্তু ফুটবলার হিসেবে দুর্দান্ত ছিল। তবে কোচ হিসেবে এখনও পরিণত নয়। সবে কাজ শিখছে। আশা করি দ্রুত তৈরি হয়ে যাবে।' এটিকে–কে অবশ্য প্রচুর নম্বর দিচ্ছেন তিনি। তাঁর দল প্রথম ম্যাচ এফসি গোয়ার কাছে হেরে গেলেও পরবর্তী দু–ম্যাচ জিতে ভালো জায়গায়। তবে জেজের গোল না পাওয়া চিন্তায় রেখেছে কোচকে। তবু পরিস্থিতির বিচারে এই ম্যাচেও চাপে থেকেই নামতে চলেছে এটিকে। তুলনায় ঘরের মাঠে অনেকটাই এগিয়ে চেন্নাইয়ান এফসি।

চেন্নাইয়ানের মোকাবিলায় তৈরি হচ্ছেন প্রবীররা।

বিশ্ব হকির সেমিতে ভারত

ভুবনেশ্বর, ৬ ডিসেম্বর ঃ বিশ্ব হকি লিগ ফাইনালসে সবাইকে চমকে দিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল শোয়ের্ড মারিনের ভারতীয় দল। বেলজিয়ামকে সাডেনডেথে ৩–২ গোলে হারিয়ে দেয় তারা। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ৩–৩। এরপর খেলা সাডেনডেথে গড়ালে গোলরক্ষক আকাশ চিকতে বেলজিয়ামের খেলোয়াড়ের শট রুখে ভারতকে অ্যাডভান্টেজ এনে দেন। যা কাজে লাগান হরমনপ্রীত সিং। এবার নিয়ে ভারত দ্বিতীয়বার বিশ্ব হকি লিগে সেমিফাইনালে উঠল।

রুদ্ধশ্বাস কোয়ার্টার ফাইনালে ভারত ২–০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও স্নায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি বেলজিয়াম। প্রথম দুটি কোয়ার্টার গোলশূন্য থাকার পর বিরতির পর শুরুতেই ভারতকে লিড এনে দেন গুরজন্ত সিং। ৪ মিনিট বাদে ২–০ করেন হরমনপ্রীত। এরপর পেনাল্টি কর্নার থেকে লকি লাইপেয়ার্ট একটি গোল ফিরিয়ে বেলজিয়ামকে ম্যাচে ফেরত আনেন। ৫ মিনিট বাদে তাঁর দ্বিতীয় গোলে খেলায় সমতা ফিরে আসে। এরপরও ভারত আক্রমণের রাস্তা থেকে সরে আসেনি। ড্র্যাগ ফ্লিকার বিশেষজ্ঞ রুপিন্দার পাল সিংয়ের গোল ভারতকে খেলায় দ্বিতীয়বার লিড এনে দেয়। কিন্তু খেলা শেষের ৫ মিনিট বাকি থাকতে অ্যামাউরি ক্লিস্টার্সের গোল ভারতকে নির্ধারিত সময়ে জয় পেতে দেয়নি। এরপর টাইব্রেকারের রেজাল্টেও খেলার ফয়সলা হয়নি। স্কোর থাকে ২–২। ভারতের পক্ষে গোল করেন রুপিন্দার ও ললিত উপাধ্যায়। বেলজিয়ামের পক্ষে দুটি সফল স্ট্রোক নিয়েছেন আর্থার ভ্যান ডোরেন ও ফ্লোরেন্ট ভ্যান অউবেল।

গোলমুখে এস ভি সুনীলের আক্রমণ সামলাতে ধরাশায়ী বেলজিয়াম গোলরক্ষক।

আইএসএলে আজ

চেন্নাইয়ান এফসি বনাম **এটিকে**

সময় ঃ রাত ৮টা, স্থান ঃ চেন্নাই

দলে বদলের ইঙ্গিত খালিদের, চোট পেলেন সুহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ কর্তাদের কড়কানিতে কাজ হয়েছে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে অনুশীলন যদি ম্যাচের প্রতিচ্ছবি হয় তাহলে বলতেই হবে, খালিদ খানিকটা বদলেছেন। কারণ এদিন বারাসত স্টেডিয়ামে তিনি প্রথম দলে অর্ণবকে রেখেই অনুশীলন করালেন। যদিও শেষপর্যন্ত তাঁকে খেলাবেন কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু কিছু পরিবর্তন অন্তত দেখা যাচ্ছে তাঁর অনুশীলনে। সালাম রঞ্জনকে সাইডব্যাকে খেলিয়েও দেখে নিলেন এদিন লাল–হলুদ কোচ। একইসঙ্গে সম্ভবত লাজং ম্যাচে দুই স্ট্রাইকারে খেলতে পারে ইস্টবেঙ্গল। প্লাজার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতে পারে চার্লসকে। ডার্বিতে হারের পর প্রবল সমালোচনার মুখে খালিদ জামিলের স্ট্র্যাটেজি। তার থেকেও বেশি ওই ম্যাচে দলে কোনো বাঙালি ফুটবলার না থাকাটাও ভালো চোখে দেখেননি সমর্থক থেকে কর্তা কেউই। এমনকি ম্যাচের পর এ নিয়ে কথা কাটাকাটিও হয় কোচের সঙ্গে প্লাজার। লাল–হলুদ স্ট্রাইকারের প্রশ্ন ছিল, কেন তাঁকে একা সামনে খেলান হচ্ছে? এতে তিনি প্রতিপক্ষ ডিফেন্সের সঙ্গে সমানে সমানে লড়তে পারছেন না। এছাড়া সরাসরি না বললেও বহু ফুটবলারই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কর্তাদের কাছে। এসব দেখেশুনেই খালিদকে নিয়ে বসেছিলেন দু–একজন শীর্ষ কর্তা। সেখানেই মুম্বইকরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তিনি যা করছেন তা ক্লাব ভালোভাবে নিচ্ছে না। তাতেই সম্ভবত খানিকটা সংবিত ফিরেছে খালিদের। যদিও অনেকেই মনে করছেন খালিদ যা অনুশীলনে দেখান তার অনেককিছুই ম্যাচে দল নামাবার সময়ে বদলে দেন। এদিকে, এদিন বারাসতে অনুশীলনের সময়ে বড়োসড়ো চোট পেলেন ভি পি সুহের। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এমআরআইয়ের পর বোঝা যাবে কতটা গুরুতর তাঁর আঘাত। এদিন অনুশীলনের সময়ে প্লাজার বিরুদ্ধে সমর্থকরা ক্ষোভ দেখান। তাঁকে 'গো ব্যাক' বলা হয়।

হকি খেলোয়াড়ের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ জাতীয় স্তরের হকি খেলোয়াড় রিজওয়ান খানের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হল। তাঁকে মঙ্গলবার দিল্লির সরোজিনী নগরে একটি গাড়ির ভিতর থেকে পাওয়া যায়। জানা গিয়েছে, সুভাষনগরের বাসিন্দা রিজওয়ানের ডান চোখের উপর গুলি লেগেছিল। সোমবার মোটরসাইকেল কেনার জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

জয় জামশেদপুরের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগিতে সন্তুষ্ট থাকার পর অবশেষে চলতি আইএসএলে প্রথম জয় তুলে নিল জামশেদপুর এফসি। বুধবার অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ১–০ গোলে দিল্লি ডায়নামোসকে হারিয়েছে। নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ৬১ মিনিটে মেহতাব হোসেনের পাস থেকে জামশেদপুরকে এগিয়ে দেন ইজু বোবো আজুকা

ভারতখ্যাত কেরালা পঞ্চকর্মর সমস্ত সুবিধা শিলিগুড়িতে

www.keralaayurvedam.in

ব্যথা থেকে মুক্তি চান?

কোন চিকিৎসায় লাভ হচ্ছে না?

ব্যথার কথা ভুলে যান আয়ুর্বেদ পঞ্চকর্ম চিকিৎসা পদ্ধতিতে।

আয়ুর্বেদিক পঞ্চকর্ম ডিটক্সিফিকেশন

পদ্ধতির দ্বারা অস্টিও আর্থারাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস, সারভাইকাল ও লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস, ফ্রোজেন সোলডার ও বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ জীবন লাভ করুন।

শরীরে পর্যায়ক্রমে ডিটক্সিফিকেশন করিয়ে সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করুন

KERALA AYURVEDAM™

শিলিগুড়ি ঃ পানিট্যাঙ্কি মোড়- 9932019837 9733338825

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১১তম মৃত্যু বার্ষিকী

তিরোধান – ৭ই ডিসেম্বর ২০০৬

স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা

স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা স্মরণে শোকাহত পরিবারবর্গ

দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

স্টার্কের আগুনে পেসে স্বপ্নভঙ্গ ইংল্যান্ডের

অ্যাডিলেড, ৬ ডিসেম্বর ঃ জো রুটের চওড়া ব্যাটে ভর করে অ্যাডিলেড ওভালে টেস্ট জয়ের স্বপ্ন দেখছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু বুধবার পঞ্চম দিন সেই স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল দিনের ১৭ তম ডেলিভারিতেই। হ্যাজেলউডের বলে পেইনের হাতে রুটের ক্যাচ ধরা পড়তে অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভাগ্যলিখনটা স্পষ্ট হয়ে যায়। গাব্বার পর অ্যাডিলেড, অ্যাসেজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধরাশায়ী হওয়াটা যেন ক্রমেই অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা। বুধবার অ্যাডিলেড টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১২০ রানে হেরে সিরিজে ০–২–তে পিছিয়ে ইংল্যান্ড। প্রথম টেস্টে দলের ভরাডুবিতে দায় বোলারদের থাকলে দ্বিতীয় টেস্টে সেই 'অবদান' অবশ্যই ব্যাটসম্যানদের। অ্যাসেজ শুরুর আগেই ইংল্যান্ডের মিডলঅর্ডার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। সেই আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে এদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল ইংল্যান্ড মিডলঅর্ডার। অন্যদিকে, যাকে দলে পারথ টেস্টে দলে এনে রুট বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিচ্ছিলেন ইংল্যান্ড নির্বাচকরা, সেই বেন স্টোকসও হতাশ করলেন সকলকে। নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে মোটেই দাগ কাটতে পারলেন না তিনি।

চতুর্থদিনে অ্যাডিলেডে ১৭৮ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মাত্র ৫৭ রানেই ৬ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। বল হাতে অস্ট্রেলিয়ার জয়ে বিশেষ ভূমিকা নেন অসি পেসার মিচেল স্টার্ক। ৮৮ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেন জোস হ্যাজেলউডও। পঞ্চমদিনের শুরুতেই ওকসকে মাত্র পাঁচ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান হ্যাজেলউড। নিজের দ্বিতীয় ওভারেই ইংল্যান্ডকে সবচেয়ে বড়ো ধাক্কাটা দেন এই অসি পেস বোলার। ইংল্যান্ড অধিনায়কের উইকেট তুলে নিয়ে ইংল্যান্ডের জয়ের পথে কাঁটা বিছিয়ে দেন হ্যাজেলউড। আগের দিন নিজের স্কোরের সঙ্গে কোনো রান যোগ না করেই ফেরেন রুট। তারপর মঈন আলি লিয়োনের বলে এলবিডব্লিউ হতেই ইংল্যান্ডের জয় কার্যত অলীক কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে টানা তিনটে দিন–রাতের টেস্টে জয় পেল স্মিথ বাহিনী।

অ্যাসেজে ০–২–তে পিছিয়ে পড়লেও অ্যাসেজ জয়ের আশা এখনও ছাড়তে নারাজ ইংল্যান্ড অধিনায়ক। পরের টেস্ট পারথে। সেখানে ইংল্যান্ডের জয়ের রেকর্ড আরও খারাপ। তবে রুট ভাঙলেও মচকাতে রাজি নন। সমস্ত পরিসংখ্যানকে মাথায় রেখেও রুটের বিশ্বাস, 'অ্যাসেজ জেতার ক্ষমতা এখনও আমাদের আছে।' অ্যাডিলেডে হারলেও রুট আশাবাদী তাঁর দলের পারফরম্যান্সে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক জানান, 'অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ইনিংসেই আমরা ফিরে এসেছিলাম। চতুর্থদিন দলের ক্রিকেটাররা নিজেদের সেরাটা দিয়ে জয়ের স্বপ্নকে উসকে দিয়েছিল।' তবে অসি বোলারদের দুরন্ত পারফরম্যান্সকে কুর্নিশ জানাতে ভুললেন না তিনি। পাশাপাশি পারথে ইংল্যান্ড ঘুরে দাঁড়াবে এমনটাই আশা করছেন রুট।

তবে অ্যাডিলেডে দারুণ ক্রিকেট উপহার দিয়ে বোলাররা জয় তুলে আনলেও বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। সে কথা নিজের মুখেই স্বীকার করে নিলেন অসি অধিনায়ক। প্রথম ইনিংসে সুযোগ পেয়েও ইংল্যান্ডকে ফলো অন না করানোর সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল, তা মানছেন স্মিথ। তিনি জানান, 'আজ বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। তবে দলের ক্রিকেটারদের উপর আমার ভরসা ছিল। শুরুতে ইংল্যান্ডের দুই তিনটে উইকেট তুলে নেওয়া আমাদের লক্ষ্য ছিল। আমি খুশি, বোলাররা সেই পরিকল্পনাকে ঠিকভাবে পালন করায়।' পাশাপাশি ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে ১৩৮ রানে অলআউট করে ফলো অন না করানোটা যে হঠকারিতা হয়ে গিয়েছিল তা অকপটে মানছেন স্মিথ। জানালেন, 'আমার মনে হয় ইংল্যান্ডকে ফলো অন না করানোর সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। পরে আপশোশ আমার কম হয়নি। আমার ভুলেই ওরা ম্যাচে ফেরার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।' দ্বিতীয়বার যে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না সে কথাও স্পষ্টই জানাচ্ছেন জয়ী অধিনায়ক। পাশাপাশি স্মিথ জানান, মাঠের মধ্যে ইংরেজ ক্রিকেটারদের স্লেজিং এবং মাঠের বাইরে থেকে অসি শিবিরের দিকে বার্মি আর্মির কটূক্তি তাঁর দলকে ভালো খেলতে সাহায্য করেছে। স্মিথ জানান, 'মাঠের মধ্যে হোক কিংবা বাইরে এই ধরনের ঘটনা আমাকে এবং আমার দলকে ভালো খেলতে সাহায্য করে। আমরা আরও বেশি উদীপ্ত হই।'

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি
স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেভক রোড

বিজ্ঞপ্তি

শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ (০০১৮৪)–এর সাথে হিলকার্ট রোড ব্রাঞ্চ (১৭৩৭৪)–এর একত্রীকরণ

আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের সুবিধার্থে, ''মঙ্গলদীপ বিল্ডিং'' ভবন থেকে বর্তমান হিলকার্ট রোড ব্রাঞ্চ (১৭৩৭৪) ভবনে, ১১.১২.২০১৭ থেকে কার্যকরী আমাদের শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চের (০০১৮৪) সঙ্গে আমাদের হিলকার্ট রোড ব্রাঞ্চ (১৭৩৭৪) একত্রিত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সিদ্ধান্তকৃত হয়েছে।
গ্রাহকদের তাদের ব্যাংকের লেনদেনের জন্য আমাদের বর্তমান হিলকার্ট রোড ব্রাঞ্চে আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
এক্ষেত্রে গ্রাহকদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

স্থান ঃ শিলিগুড়ি
তাং ঃ ০৬.১২.২০১৭

রিজিওনাল ম্যানেজার
আরবিও–II, শিলিগুড়ি

অল্প খরচে অর্থাৎ আপনার সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা

বিগত ২১ বছরের বিশ্বস্ত ক্লিনিক
অসংখ্য রোগী উপকৃত
৭৫ বছর বয়সেও ভরপুর যৌবনের শক্তি (প্রমাণিত)

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও Special ঔষধে সেরা চিকিৎসা যা অন্য কোথাও নেই।

১০০% গ্যারান্টি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু।

সেক্স সমস্যা

সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন, লিঙ্গশিথীলতা, লিঙ্গ/সরু/পাতলা/বাঁকা, ধাতুপাতলা, স্বপ্নদোষ, বন্ধ্যাত্ব, শুক্রাণুস্বল্পতা, পেটের রোগ, হাঁপানি ও অন্যান্য রোগ। T/C apply*

American Mega
লিঙ্গ বর্ধক যন্ত্র- এই যন্ত্র, লিঙ্গকে করে তোলে ৬"-১১"* লম্বা-মোটা, দৃঢ় এবং ৩০-৫০ মিনিট সেক্স টাইম বৃদ্ধির উপযোগী। কোন সাইড এফেক্ট নেই, ১০০% গ্যারান্টি

লিঙ্গবর্ধক তেল ফ্রি*

সেবা হারবাল®
ISO 9001 : 2008 Certified Clinic
(রোগ থেকে মুক্তির শেষ ঠিকানা)

শিলিগুড়ি ঃ পানিট্যাঙ্কি মোড়- 9933545917
মালদা ঃ ৪২০ মোড়-9735687033
কোচবিহার ঃ হোটেল বসুন্ধরার বিপরীতে (দোতলায়) 9735687044

সোভোলিন®
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম
একটা কিনলে বল পেন বিনামূল্যে*
এখন ত্বকের শুষ্কতাকে করুন Bye bye...
*(মূল্য : ৪ টাকা)

সম্পাদক ঃ **সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে সঞ্জীব তালুকদার** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ ডিবিসি রোড, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১, ফোন ঃ ০৩৫৬১-২২৪২১৪, ২৩১৬৪৪। কোচবিহার অফিস ঃ দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ০৩৫৮২-২২৬৪৩৩। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ০৩৫৬৪-২৫৯৪০১। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৬৩৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫ / ২৫২৯৬৬০। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in